দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

৪৩

পরীক্ষণ শিক্ষকরা লাভবান

বেতন বৈষম্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারের বছরে ৫০ লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। এই অতিরিক্ত টাকা খরচে সরকার যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি বৈষম্যের কারণে শিক্ষকদের মধ্যেও বিরাজ করছে অসন্তোষ। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্রমতে, দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনস্কেল হচ্ছে ১ হাজার ৫০ টাকা। অন্যদিকে একই কার্যক্রমের সরকারী পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনস্কেল ২ হাজার ৩শ' টাকা। একই সিলেবাসে পাঠ্যদান এবং রেজাল্টেও কোন তারতম্য নেই। বরং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কাজ করছেন তুলনামূলকভাবে বেশি। যেমন শিশু জরিপ, অভিভাবক দিবস, ভোটার লিস্ট, প্রশাসনিক ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষণের শিক্ষকদের এগুলোর কোন বালাই নেই। অথচ, তুলনামূলক কম শ্রম দিয়েও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেতন পাচ্ছে। বেতন-বোনাস মিলিয়ে গড়ে একজন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনে প্রায় ৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। অথচ দেশে কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে শুধু শিক্ষকের অভাবে।

দেশের পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টি। এই বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ২৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত। সূত্রমতে, এই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-বোনাসের তুলনায় বছরে প্রায় ৬৩ লাখ ২১ হাজার ৮শ' ৪০ টাকা বেশি পাচ্ছেন।

এছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রেও রয়েছে এই দু'ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য। এ ব্যাপারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও অসন্তোষ।